

দশম অধ্যায়

দেবতা ও দানবদের যুদ্ধ

দশম অধ্যায়ের সারাংশ এই প্রকার—অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে মৎসরতার ফলে যুদ্ধ শুরু হয়। দেবতারা যখন অসুরদের দ্বারা প্রায় পরাভূত হয়ে বিষাদগ্রস্ত হয়েছিলেন, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁদের মধ্যে আবির্ভূত হন।

দেবতা এবং অসুর উভয়েই অত্যন্ত কর্মনিপুণ, কিন্তু দেবতারা ভগবানের ভক্ত, এবং অসুরেরা তার ঠিক বিপরীত। দেবতা এবং অসুরেরা অমৃত লাভের জন্য ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করেছিলেন, কিন্তু অসুরেরা ভগবানের ভক্ত না হওয়ার ফলে কিছুই লাভ করতে পারেনি। ভগবান দেবতাদের অমৃত পান করিয়ে, গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁর ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, তখন অসুরেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। বিরোচনের পুত্র বলি মহারাজ অসুরদের সেনাপতি হয়েছিলেন। যুদ্ধের শুরুতে দেবতারা অসুরদের পরাস্ত করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বলির সঙ্গে যুদ্ধ করেন, এবং বায়ু, অগ্নি, বরুণ আদি অন্যান্য দেবতারা অসুর নায়কদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সেই যুদ্ধে অসুরেরা পরাস্ত হয়, এবং মৃত্যুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তারা বহু প্রকার মায়া বিস্তার করে বহু দেবসৈন্য সংহার করতে শুরু করে। দেবতারা নিরুপায় হয়ে পুনরায় ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হন। ভগবান তখন সেখানে আবির্ভূত হয়ে অসুরদের সমস্ত মায়াজাল ছিন্নভিন্ন করে দেন। কালনেমি, মালী, সুমালী, মাল্যবান আদি অসুর নায়কেরা ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হয়। এইভাবে দেবতারা সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

ইতি দানবদৈতেয়া নাবিন্দন্নমৃতং নৃপ ।

যুক্তাঃ কর্মপি যত্তাশ্চ বাসুদেবপরাঙ্খাঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; দানব-দৈতেয়াঃ—দানব এবং দৈতেয়া; ন—না; অবিন্দন্—(ঈপ্সিত ফল) লাভ করে; অমৃতম্—অমৃত; নৃপ—হে রাজন্; যুক্তাঃ—সব কিছু সমন্বিত; কর্মণি—মহন-কার্যে; যন্তাঃ—পূর্ণ মনোযোগ এবং প্রয়াস সহকারে যুক্ত হয়ে; চ—এবং; বাসুদেব—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের; পরাঙ্মুখাঃ—অভক্ত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, দৈত্য এবং দানবেরা সকলেই পূর্ণ উদ্যমে সমুদ্রমন্থন কার্যে যত্নবান হয়েছিল, কিন্তু তারা ভগবান শ্রীবাসুদেবের ভক্ত না হওয়ার ফলে অমৃত পান করতে পারেনি।

শ্লোক ২

সাধয়িত্বামৃতং রাজন্ পায়য়িত্বা স্বকান্ সুরান্ ।

পশ্যতাং সর্বভূতানাং যযৌ গরুড়বাহনঃ ॥ ২ ॥

সাধয়িত্বা—সম্পাদন করে; অমৃতম্—অমৃত উৎপাদন; রাজন্—হে রাজন্; পায়য়িত্বা—এবং পান করিয়ে; স্বকান্—তঁার ভক্তদের; সুরান্—দেবতাদের; পশ্যতাং—সমক্ষে; সর্বভূতানাম্—সমস্ত জীবদের; যযৌ—ফিরে গিয়েছিলেন; গরুড়-বাহনঃ—গরুড়বাহন ভগবান।

অনুবাদ

হে রাজন্, ভগবান সমুদ্র মন্থনের দ্বারা অমৃত উৎপাদন করে, তঁার প্রিয় ভক্ত দেবতাদের তা পান করিয়ে, সকলের সমক্ষে তঁার বাহন গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে তঁার ধামে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

সপত্নানাং পরামৃদ্ধিং দৃষ্ট্বা তে দিতিনন্দনাঃ ।

অমৃষ্যমাণা উৎপেতুর্দেবান্ প্রত্যাভ্যতায়ুধাঃ ॥ ৩ ॥

সপত্নানাম্—তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাদের; পরাম্—সর্বশ্রেষ্ঠ; মৃদ্ধিম্—ঐশ্বর্য; দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; তে—তারা সকলে; দিতি-নন্দনাঃ—দিতির পুত্র দৈত্যগণ;

অমৃষ্যমাণাঃ—অসহিষ্ণু হয়ে; উৎপেতুঃ—(উপদ্রব শুরু করার জন্য) তাঁদের প্রতি ধাবিত হয়েছিল; দেবান্—দেবতারা; প্রতুদ্যত-আমুধাঃ—তাদের অস্ত্র উদ্যত করে।

অনুবাদ

দেবতাদের এই প্রকার পরম ঐর্ষ্য লাভ করতে দেখে, অসুরেরা অসহিষ্ণু হয়ে তাদের অস্ত্র উত্তোলন করে দেবতাদের প্রতি ধাবিত হয়েছিল।

শ্লোক ৪

ততঃ সুরগণাঃ সৰ্বে সুধয়া পীতয়েধিতাঃ ।

প্রতিসংযুযুধুঃ শত্ৰৈর্নারায়ণপদাশ্রয়াঃ ॥ ৪ ॥

ততঃ—তারপর; সুর-গণাঃ—দেবতাগণ; সৰ্বে—সকলে; সুধয়া—অমৃতের দ্বারা; পীতয়া—পান করে; এধিতাঃ—তা পান করার ফলে অত্যন্ত বলবান হয়ে; প্রতি-সংযুযুধুঃ—অসুরদের প্রতি-আক্রমণ করেছিলেন; শত্ৰৈঃ—তাদের অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা; নারায়ণ-পদ-আশ্রয়াঃ—তাদের প্রকৃত অস্ত্র ছিল নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়।

অনুবাদ

তারপর, অমৃত পানে অনুপ্রাণিত এবং নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে সর্বদা শরণাগত দেবতারা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অসুরদের প্রতি-আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫

তত্র দৈবাসুরো নাম রণঃ পরমদারুণঃ ।

রোধসুদম্বতো রাজংস্তুমুলো রোমহর্ষণঃ ॥ ৫ ॥

তত্র—সেখানে (ক্ষীরসমুদ্রের তীরে); দৈব—দেবতাগণ; অসুরঃ—অসুরগণ; নাম—প্রসিদ্ধ; রণঃ—যুদ্ধ; পরম—অত্যন্ত; দারুণঃ—ভয়ঙ্কর; রোধসি—সমুদ্রতটে; উদম্বতঃ—ক্ষীরসমুদ্রের; রাজন্—হে রাজন্; তুমুলঃ—তুমুল; রোম-হর্ষণঃ—রোমাঞ্চকর।

অনুবাদ

হে রাজন্, তখন ক্ষীরসমুদ্রের তীরে দেবতা এবং দানবদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধ এতই ভয়ানক যে, তা শ্রবণ করলেও রোমাঞ্চ হয়।

শ্লোক ৬

তত্রান্যোন্যং সপত্নাস্তে সংরুদ্ধমনসো রণে ।

সমাসাদ্যাসিভির্বাণৈর্নিজঘ্নুর্বিবিধায়ুধৈঃ ॥ ৬ ॥

তত্র—তারপর; অন্যোন্যম্—পরস্পর; সপত্নাঃ—যুদ্ধপরায়ণ হয়ে; তে—তারা; সংরুদ্ধ—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ; মনসঃ—মনে; রণে—সেই যুদ্ধে; সমাসাদ্য—পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ পেয়ে; অসিভিঃ—তরবারির দ্বারা; বাণৈঃ—বাণের দ্বারা; নিজঘ্নুঃ—পরস্পরকে আঘাত করতে শুরু করেছিলেন; বিবিধ-আয়ুধৈঃ—বিবিধ অস্ত্রের দ্বারা।

অনুবাদ

সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল, এবং পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে তারা তরবারি, বাণ এবং বিভিন্ন অস্ত্রের দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

কেবল এই গ্রহেই নয়, এই ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতর লোকেও সর্বদাই দুই প্রকার মানুষ রয়েছে। চন্দ্র সূর্য আদি গ্রহের রাজাদেরও রাহুর মতো শত্রু রয়েছে। সূর্য এবং চন্দ্র যখন রাহুর দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন গ্রহণ হয়। অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতাবশত সর্বদাই যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষের বুদ্ধিমান মানুষেরা যতক্ষণ কৃষ্ণভাবনামৃতের পট্টা অবলম্বন না করে, ততক্ষণ সেই যুদ্ধ বন্ধ হয় না।

শ্লোক ৭

শঙ্খতূর্ষমৃদঙ্গানাং ভেরীডমরিণাং মহান্ ।

হস্ত্যশ্বরথপত্তীনাং নদতাং নিশ্বনোহভবৎ ॥ ৭ ॥

শঙ্খ—শঙ্খের; তূর্ষ—তূর্ষের; মৃদঙ্গানাম্—এবং মৃদঙ্গের; ভেরী—ভেরীর; ডমরিণাম্—ডমরুর; মহান্—তুমুল; হস্তি—হস্তীর; অশ্ব—অশ্বের; রথ-পত্তীনাম্—রথী বা পদাতিকদের; নদতাম্—একত্রে শব্দায়মান; নিশ্বনঃ—তুমুল শব্দ; অভবৎ—হয়েছিল।

অনুবাদ

শঙ্খ, তূষ, মৃদঙ্গ, ভেরী, ডমরু এবং হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতিকদের তুমুল ধ্বনিতে সেই রণক্ষেত্র পূর্ণ হয়েছিল।

শ্লোক ৮

রথিনো রথিভিস্তত্র পত্তিভিঃ সহ পত্তয়ঃ ।

হয়া হ্যৈরিভশ্চৈভৈঃ সমসজ্জন্ত সংযুগে ॥ ৮ ॥

রথিনঃ—রথীদের; রথিভিঃ—শত্রুপক্ষের রথীদের সঙ্গে; তত্র—সেই যুদ্ধক্ষেত্রে; পত্তিভিঃ—পদাতিকদের; সহ—সঙ্গে; পত্তয়ঃ—শত্রুপক্ষের পদাতিকদের; হয়াঃ—অশ্বসমূহ; হ্যৈঃ—শত্রুপক্ষের সৈন্যের সঙ্গে; ইভাঃ—গজারূঢ় সৈনিক; চ—এবং; ইভৈঃ—শত্রুপক্ষের গজারূঢ় সৈনিকদের সঙ্গে; সমসজ্জন্ত—সমস্তরে যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন; সংযুগে—যুদ্ধক্ষেত্রে।

অনুবাদ

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে রথীরা বিপক্ষের রথীদের সঙ্গে, পদাতিকেরা বিপক্ষের পদাতিকদের সঙ্গে, অশ্বারোহী সৈনিকেরা বিপক্ষের অশ্বারোহী সৈনিকদের সঙ্গে এবং গজারূঢ় সৈনিকেরা শত্রুপক্ষের গজারূঢ় সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন। এইভাবে সমানে সমানে লড়াই হয়েছিল।

শ্লোক ৯

উষ্ট্রৈঃ কেচিদিভৈঃ কেচিদপরে যুষ্মধুঃ খরৈঃ ।

কেচিদ্ গৌরমুখৈর্ঝক্ক্ষীপিভির্হরিভির্ভটাঃ ॥ ৯ ॥

উষ্ট্রৈঃ—উটের পিঠে; কেচিৎ—কেউ; ইভৈঃ—হাতির পিঠে; কেচিৎ—কেউ; অপরে—অন্যেরা; যুষ্মধুঃ—যুদ্ধরত; খরৈঃ—গর্দভের পিঠে; কেচিৎ—কেউ; গৌরমুখৈঃ—শ্বেতমুখ বানরের পিঠে; ঝক্ক্ষৈঃ—রক্তমুখ বানরের পিঠে; দ্বীপিভিঃ—বাঘের পিঠে; হরিভিঃ—সিংহের পিঠে; ভটাঃ—সৈনিকেরা।

অনুবাদ

সৈন্যরা কেউ উটের উপর, কেউ হাতির উপর, কেউ গর্দভের উপর, কেউ শ্বেতমুখ এবং রক্তমুখ বানরের উপর, কেউ বাঘের উপর এবং কেউ সিংহের উপর আরোহণ করে যুদ্ধ করছিলেন।

শ্লোক ১০-১২

গৃধ্ৰৈঃ কক্লেবকৈরন্যে শ্যেনভাসৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ ।

শরভৈর্মহিষৈঃ খড়্গৈর্গোবৃষৈর্গবয়ারুণৈঃ ॥ ১০ ॥

শিবাভিরাখুভিঃ কেচিৎ কুকলাসৈঃ শশৈর্নরৈঃ ।

বৈস্তুরেকৈ কৃষ্ণসারৈর্হংসৈরন্যে চ সূকরৈঃ ॥ ১১ ॥

অন্যে জলস্থলখণ্ডৈঃ সত্বের্বিভক্তবিগ্রহৈঃ ।

সেনয়োরুভয়ো রাজন্ বিবিশুস্তেহগ্রতোহগ্রতঃ ॥ ১২ ॥

গৃধ্ৰৈঃ—শকুনির পিঠে; কক্লেঃ—ঈগলের পিঠে; বকৈঃ—বকের পিঠে; অন্যে—অন্যেরা; শ্যেন—বাজের পিঠে; ভাসৈঃ—ভাস পক্ষীর পিঠে; তিমিঙ্গিলৈঃ—তিমিঙ্গিলের পিঠে; শরভৈঃ—শরভের পিঠে; মহিষৈঃ—মহিষের পিঠে; খড়্গৈঃ—গাণ্ডারের পিঠে; গোঃ—গরুর পিঠে; বৃষৈঃ—বাঁড়ের পিঠে; গবয়-অরুণৈঃ—গবয় এবং অরুণের পিঠে; শিবাভিঃ—শৃগালের পিঠে; আখুভিঃ—বিশাল ইঁদুরের পিঠে; কেচিৎ—কেউ; কুকলাসৈঃ—বিশাল গিরগিটির পিঠে; শশৈঃ—বিশাল শশকের পিঠে; নরৈঃ—মানুষের পিঠে; বৈস্তুঃ—ছাগলের পিঠে; একে—কেউ; কৃষ্ণ-সারৈঃ—কৃষ্ণসার মৃগের পিঠে; হংসৈঃ—হংসের পিঠে; অন্যে—অন্যেরা; চ—ও; সূকরৈঃ—শূকরের পিঠে; অন্যে—অন্যেরা; জল-স্থল-খণ্ডৈঃ—জলচর, স্থলচর এবং খেচর পশুর; সত্বেঃ—বাহনরূপে ব্যবহৃত প্রাণীর দ্বারা; বিকৃত—বিকৃত; বিগ্রহৈঃ—যে সমস্ত পশুর শরীর; সেনয়োঃ—দুই পক্ষের সৈনিকেরা; উভয়োঃ—উভয়ের; রাজন্—হে রাজন্; বিবিশুঃ—প্রবেশ করেছিলেন; তে—তারা সকলে; অগ্রতঃ অগ্রতঃ—সম্মুখীন হয়ে।

অনুবাদ

হে রাজন্, অন্য সমস্ত সৈনিকেরা কেউ শকুনি, কেউ ঈগল, কেউ বক, কেউ শ্যেন, কেউ ভাস, কেউ তিমিঙ্গিল, কেউ শরভ, কেউ মহিষ, কেউ গাণ্ডার, কেউ গাভী, কেউ বৃষ, কেউ গবয় এবং কেউ অরুণের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন। অন্যেরা শৃগাল, মৃষিক, গিরগিটি, শশক, মানুষ, ছাগ, কৃষ্ণসার মৃগ, হংস এবং শূকরের পিঠে চড়ে যুদ্ধ করেছিলেন। এইভাবে জলচর, স্থলচর ও খেচর এবং বিকট আকার প্রাণীর উপর আরোহণ করে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৩-১৫

চিত্রধ্বজপটে রাজমাতপত্রৈঃ সিতামলৈঃ ।
 মহাধনৈর্বজ্রদণ্ডৈর্ব্যজনৈর্বার্হচামরৈঃ ॥ ১৩ ॥
 বাতোদ্ধুতোত্তরোষ্ণীষৈরর্চির্ভিবর্মভূষণৈঃ ।
 স্ফুরন্তির্বিশদৈঃ শস্ত্রৈঃ সুতরাং সূর্যরশ্মিভিঃ ॥ ১৪ ॥
 দেবদানববীরাণাং ধ্বজিন্যৌ পাণ্ডুনন্দন ।
 রেজতুবীরমালাভির্যাদসামিব সাগরৌ ॥ ১৫ ॥

চিত্র-ধ্বজ-পটেঃ—অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রিত পতাকা এবং চন্দ্রাতপের দ্বারা;
 রাজন্—হে রাজন্; আতপত্রৈঃ—ছত্রের দ্বারা; সিত-অমলৈঃ—অত্যন্ত নির্মল এবং
 শ্বেতশুভ্র; মহা-ধনৈঃ—অত্যন্ত মূল্যবান; বজ্র-দণ্ডৈঃ—বহু মূল্যবান মণিরত্ন খচিত
 দণ্ডের দ্বারা; ব্যজনৈঃ—পাখার দ্বারা; বার্হ-চামরৈঃ—ময়ূরপুচ্ছ রচিত পাখা; বাত-
 উদ্ধুত—বায়ুবেগে উড্ডীয়মান; উত্তর-উষ্ণীষৈঃ—উত্তরীয় এবং উষ্ণীষ;
 অর্চিভিঃ—দীপ্তির দ্বারা; বর্ম-ভূষণৈঃ—অলঙ্কার এবং বর্মের দ্বারা; স্ফুরন্তিঃ—
 উজ্জ্বল; বিশদৈঃ—তীক্ষ্ণ এবং স্বচ্ছ; শস্ত্রৈঃ—অস্ত্রের দ্বারা; সুতরাম্—অত্যধিক;
 সূর্য-রশ্মিভিঃ—সূর্যকিরণে উজ্জ্বল; দেব-দানব-বীরাণাম্—দেব এবং দানব উভয়
 পক্ষের সমস্ত বীরদের; ধ্বজিন্যৌ—স্ব-স্ব পতাকা বহনকারী উভয় পক্ষের সৈন্যগণ;
 পাণ্ডু-নন্দন—হে মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র; রেজতুঃ—স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়েছিল; বীর-
 মালাভিঃ—বীরদের ব্যবহৃত মালার দ্বারা; যাদসাম্—জলচর প্রাণী; ইব—সদৃশ;
 সাগরৌ—দুটি সাগরে।

অনুবাদ

হে রাজন্, হে পাণ্ডুনন্দন, দেবতা এবং দানব উভয় পক্ষের যোদ্ধারা অত্যন্ত
 সুন্দরভাবে সজ্জিত চন্দ্রাতপ, বিচিত্র ধ্বজা, এবং অত্যন্ত মূল্যবান মণিরত্ন খচিত
 দণ্ডযুক্ত ছত্রে বিভূষিত ছিলেন। তাঁরা ময়ূরপুচ্ছ নির্মিত পাখা এবং অন্যান্য প্রকার
 চামরের দ্বারাও সজ্জিত হয়েছিলেন। সেই সমস্ত যোদ্ধাদের উত্তরীয় এবং উষ্ণীষ
 বায়ুভরে আন্দোলিত হওয়ায় স্বভাবতই তাঁদের অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল, এবং
 তাঁদের বর্ম, অলঙ্কার ও তীক্ষ্ণধার অস্ত্র উজ্জ্বল সূর্যকিরণে ঝলমল করছিল।
 এইভাবে দুই পক্ষের সৈনিকদের যেন জলজন্তুসমূহে সমাকীর্ণ দুটি সমুদ্রের মতো
 মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ১৬-১৮

বৈরোচনো বলিঃ সংখ্যে সোহসুরাণাং চমূপতিঃ ।

যানং বৈহায়সং নাম কামগং ময়নির্মিতম্ ॥ ১৬ ॥

সর্বসাংগ্রামিকোপেতং সর্বাশ্চর্যময়ং প্রভো ।

অপ্রতর্ক্যমনির্দেশ্যং দৃশ্যমানমদর্শনম্ ॥ ১৭ ॥

আস্থিতস্তদ্বিমানাগ্র্যং সর্বানীকাধিপৈর্বৃতঃ ।

বালব্যজনছত্রাগ্র্যে রেজে চন্দ্র ইবোদয়ে ॥ ১৮ ॥

বৈরোচনঃ—বিরোচনের পুত্র; বলিঃ—বলি মহারাজ; সংখ্যে—যুদ্ধে; সং—তিনি, অত্যন্ত বিখ্যাত; অসুরাণাম্—অসুরদের; চমূ-পতিঃ—প্রধান সেনাপতি; যানম্—বায়ুযান; বৈহায়সম্—বৈহায়স; নাম—নামক; কাম-গম্—তার ইচ্ছা অনুসারে বিচরণে সক্ষম; ময়-নির্মিতম্—ময়দানব কর্তৃক নির্মিত; সর্ব—সমস্ত; সাংগ্রামিক-উপেতম্—সর্বপ্রকার শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত; সর্ব-আশ্চর্য-ময়ম্—সর্বতোভাবে আশ্চর্যজনক; প্রভো—হে রাজন্; অপ্রতর্ক্যম্—অবিচার্য; অনির্দেশ্যম্—অবর্ণনীয়; দৃশ্যমানম্—কখনও কখনও দৃশ্যমান; অদর্শনম্—কখনও অদৃশ্য; আস্থিতঃ—এইভাবে উপবিষ্ট হয়ে; তৎ—তা; বিমান-অগ্র্যম্—শ্রেষ্ঠ বিমান; সর্ব—সমস্ত; অনীক-অধিপৈঃ—সেনাপতিদের দ্বারা; বৃতঃ—পরিবৃত; বাল-ব্যজন-ছত্র-অগ্র্যঃ—সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত ছত্র এবং শ্রেষ্ঠ চামরের দ্বারা সুরক্ষিত; রেজে—উজ্জ্বলভাবে অবস্থিত; চন্দ্রঃ—চন্দ্র; ইব—সদৃশ; উদয়ে—সন্ধ্যাবেলা উদয় হওয়ার সময়।

অনুবাদ

সেই যুদ্ধে প্রসিদ্ধ সেনাপতি বিরোচনের পুত্র বলি বৈহায়স নামক এক অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিমানে উপবেশন করেছিলেন। হে রাজন্, সেই অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত বিমানটি ময়দানব নির্মাণ করেছিল এবং তা সর্বপ্রকার যুদ্ধের উপযুক্ত অস্ত্র সমন্বিত ছিল। সেই বিমানটি ছিল অচিন্ত্য এবং অবর্ণনীয়। তা কখনও দৃশ্য এবং অদৃশ্য ছিল। সেই বিমানে এক সুন্দর ছত্রের নিচে অসুর সেনাপতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত বলি মহারাজকে শ্রেষ্ঠ চামরের দ্বারা ব্যজন করা হচ্ছিল, এবং তখন তাঁকে ঠিক সর্বদিক আলোকিত করে সন্ধ্যাবেলায় উদীয়মান চন্দ্রের মতো মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ১৯-২৪

তস্যা সন্ সর্বতো যানৈযুথানাং পতয়োহসুরাঃ ।
 নমুচিঃ শম্বরো বাণো বিপ্রচিতিরয়োমুখঃ ॥ ১৯ ॥
 দ্বিমূর্ধা কালনাভোহথ প্রহেতিহেতিরিবলঃ ।
 শকুনিভূতসন্তাপো বজ্রদংষ্ট্রো বিরোচনঃ ॥ ২০ ॥
 হয়গ্রীবঃ শঙ্কুশিরাঃ কপিলো মেঘদুন্দুভিঃ ।
 তারকশচক্রদৃক্ শুভ্রো নিশুভ্রো জম্ব উৎকলঃ ॥ ২১ ॥
 অরিষ্টোহরিষ্টেনেমিষ চ ময়শ্চ ত্রিপুরাধিপঃ ।
 অন্যে পৌলোমকালেয়া নিবাতকবচাদয়ঃ ॥ ২২ ॥
 অলঙ্কভাগাঃ সোমস্য কেবলং ক্রেশভাগিনঃ ।
 সর্ব এতে রণমুখে বহুশো নির্জিতামরাঃ ॥ ২৩ ॥
 সিংহনাদান্ বিমুঞ্চন্তঃ শঙ্খান্ দধ্মুর্মহারবান্ ।
 দৃষ্ট্বা সপত্নানুৎসিক্তান্ বলভিৎ কুপিতো ভৃশম্ ॥ ২৪ ॥

তস্য—তঁার (মহারাজ বলির); আসন্—অবস্থিত; সর্বতঃ—সর্বদিকে; যানৈঃ—
 বিভিন্ন বাহনের দ্বারা; যুথানাম্—যোদ্ধাদের; পতয়ঃ—সেনাপতিরা; অসুরাঃ—
 অসুরগণ; নমুচিঃ—নমুচি; শম্বরঃ—শম্বর; বাণঃ—বাণ; বিপ্রচিতিঃ—বিপ্রচিতি;
 অয়োমুখঃ—অয়োমুখ; দ্বিমূর্ধা—দ্বিমূর্ধা; কালনাভঃ—কালনাভ; অথ—ও;
 প্রহেতিঃ—প্রহেতি; হেতিঃ—হেতি; ইবলঃ—ইবল; শকুনিঃ—শকুনি;
 ভূতসন্তাপঃ—ভূতসন্তাপ; বজ্র-দংষ্ট্রঃ—বজ্রদংষ্ট্র; বিরোচনঃ—বিরোচন;
 হয়গ্রীবঃ—হয়গ্রীব; শঙ্কুশিরাঃ—শঙ্কুশিরা; কপিলঃ—কপিল; মেঘ-দুন্দুভিঃ—
 মেঘদুন্দুভি; তারকঃ—তারক; চক্রদৃক্—চক্রদৃক্; শুভ্রঃ—শুভ্র; নিশুভ্রঃ—নিশুভ্র;
 জম্বঃ—জম্ব; উৎকলঃ—উৎকল; অরিষ্টঃ—অরিষ্ট; অরিষ্টনেমিঃ—অরিষ্টনেমি;
 চ—ও; ময়ঃ চ—এবং ময়; ত্রিপুরাধিপঃ—ত্রিপুরাধিপ; অন্যে—অন্যেরা;
 পৌলোম-কালেয়াঃ—পুলোম এবং কালেয়ের পুত্রগণ; নিবাতকবচ-আদয়ঃ—
 নিবাতকবচ এবং অন্যান্য অসুরেরা; অলঙ্ক-ভাগাঃ—ভাগ গ্রহণে অসমর্থ; সোমস্য—
 অমৃতের; কেবলম্—কেবল; ক্রেশ-ভাগিনঃ—অসুরদের কেবল পরিশ্রমেরই ভাগ
 লাভ হয়েছিল; সর্ব—তারা সকলে; এতে—এই সমস্ত অসুরেরা; রণ-মুখে—
 রণক্ষেত্রের সম্মুখে; বহুশঃ—অত্যন্ত বলের দ্বারা; নির্জিত-অমরাঃ—দেবতাদের
 ক্রেশ প্রদান করে; সিংহ-নাদান্—সিংহের মতো গর্জন; বিমুঞ্চন্তঃ—গর্জন করে;

শঙ্খান্—শঙ্খ; দধুঃ—ফুৎকার করেছিল; মহা-রবান্—তুমুল শব্দ করে; দৃষ্টা—দর্শন করে; সপত্নান্—তাদের শত্রুদের; উৎসিক্তান্—উদ্ধত; বলভিৎ—শক্তিতে ভীত (ইন্দ্র); কুপিতঃ—ক্রুদ্ধ হয়ে; ভূশম্—অত্যন্ত।

অনুবাদ

বলি মহারাজের চতুর্দিকে সমস্ত অসুর সেনাপতিরা তাদের নিজ নিজ বাহনে উপবিষ্ট হয়ে অবস্থান করছিল। তাদের মধ্যে ছিল নমুচি, শম্বর, বাণ, বিপ্রচিহ্নি, অয়োমুখ, দ্বিমূর্ধা, কালনাভ, প্রহেতি, হেতি, ইম্বল, শকুনি, ভূতসন্তাপ, বজ্রদংষ্ট্র, বিরোচন, হয়গ্রীব, শঙ্কুশিরা, কপিল, মেঘদুন্দুভি, তারক, চক্রদৃক্, শুভ্র, নিশুভ্র, জম্বু, উৎকল, অরিস্ত, অরিস্তনেমি, ত্রিপুরাধিপ, ময়, পুলোমার পুত্রগণ এবং কালেয় ও নিবাতকবচ আদি অসুরেরা। এই সমস্ত অসুরেরা অমৃতের অংশলাভে বঞ্চিত হয়ে কেবল সমুদ্রমহনের ক্লেশভাগী হয়েছিল। এখন, তারা দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। তাদের সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তারা সিংহনাদ করতে করতে তুমুল রবে শঙ্খ বাজাতে লাগল। বলভিৎ বা ইন্দ্র তাঁর হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীদের দর্শন করে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

ঐরাবতং দিক্করিণমারুড়ঃ শুশুভে স্বরাট্ ।

যথা শ্রবৎপ্রশ্রবণমুদয়াদ্রিমহপতিঃ ॥ ২৫ ॥

ঐরাবতম্—ঐরাবত; দিক্-করিণম্—সর্বত্র গমনে সক্ষম বিশাল হস্তী; আরুড়ঃ—আরোহণ করে; শুশুভে—অত্যন্ত সুন্দরভাবে শোভা পেতে লাগলেন; স্বরাট্—ইন্দ্র; যথা—ঠিক যেমন; শ্রবৎ—প্রবাহিত; প্রশ্রবণম্—সুরার ধারা; উদয়-অদ্রিম্—উদয়গিরিতে; অহঃ-পতিঃ—সূর্য।

অনুবাদ

প্রশ্রবণসমূহ যেখানে সর্বদা ক্ষরিত হয়, সেই উদয়গিরিতে আরুড় সূর্যদেবের মতো ইন্দ্র তখন মদধারাস্রাবী দিগ্‌হস্তীতে আরোহণ করে শোভা পাচ্ছিলেন।

তাৎপর্য

উদয়গিরির শিখরে বিশাল সরোবরসমূহ রয়েছে, যেখান থেকে নিরন্তর ঝর্ণার ধারায় জল ঝরে পড়ে। তেমনই ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত জল ও মদ সঞ্চিত রাখে এবং

ইন্দ্রের নির্দেশে তা সিঞ্চন করে। তাই ঐরাবতের পৃষ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্র উদয়গিরিতে সূর্যের মতো শোভা পাচ্ছিলেন।

শ্লোক ২৬

তস্যাসন্ সর্বতো দেবা নানাবাহধ্বজায়ুধাঃ ।

লোকপালাঃ সহগণৈর্বাযুগ্নিবরুণাদয়ঃ ॥ ২৬ ॥

তস্য—ইন্দ্রের; আসন্—অবস্থিত; সর্বতঃ—সর্বদিকে; দেবাঃ—সমস্ত দেবতারা; নানা-বাহ—বিভিন্ন বাহনে; ধ্বজ-আয়ুধাঃ—ধ্বজা এবং অস্ত্রসহ; লোক-পালাঃ—উচ্চতর লোকের পালকগণ; সহ—সহ; গণৈঃ—তাঁদের পার্শ্বদগণ সহ; বায়ু—বায়ুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; অগ্নি—অগ্নির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; বরুণ—জলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা; আদয়ঃ—প্রভৃতি দেবতারা, যাঁরা ইন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

স্বর্গের বিভিন্ন দেবতারা ধ্বজা ও অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং বিভিন্ন বাহনে উপবিষ্ট হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে বেষ্টিত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বায়ু, অগ্নি, বরুণ আদি সমস্ত দেবতা এবং পার্শ্ব সহ সমস্ত লোকপালগণ।

শ্লোক ২৭

তেহন্যোন্যমভিসংসৃত্য ক্ষিপন্তো মর্মভিমিথঃ ।

আহুয়ন্তো বিশন্তোহগ্রে যুযুধুর্দ্বন্দ্বযোধিনঃ ॥ ২৭ ॥

তে—তাঁরা সকলে (দেবতা এবং দানবেরা); অন্যোন্যম্—পরস্পর; অভিসংসৃত্য—সন্মুখীন হয়ে; ক্ষিপন্তঃ—পরস্পরকে তিরস্কার করে; মর্মভিঃ মিথঃ—পরস্পরের হৃদয়ে গভীর বেদনা প্রদান করে; আহুয়ন্তঃ—পরস্পরকে সম্বোধন করে; বিশন্তঃ—রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে; অগ্রে—সন্মুখে; যুযুধুঃ—যুদ্ধ করেছিলেন; দ্বন্দ্ব-যোধিনঃ—দ্বন্দ্বযোদ্ধা।

অনুবাদ

দেবতা এবং দানবেরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে মর্মভেদী বাক্যের দ্বারা পরস্পরকে তিরস্কার করেছিলেন, এবং তারপর পরস্পরের সমীপবর্তী হয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ২৮

যুযোধ বলিরিদ্বেগ তারকেণ গুহোহস্যত ।

বরুণো হেতিনাযুধ্যান্মিত্রো রাজন্ প্রহেতিনা ॥ ২৮ ॥

যুযোধ—যুদ্ধ করেছিল; বলিঃ—বলি মহারাজ; ইদ্বেগ—দেবরাজ ইন্দের সঙ্গে; তারকেণ—তারকের সঙ্গে; গুহঃ—কার্ত্তিকেয়; অস্যত—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; বরুণঃ—বরুণদেব; হেতিনা—হেতির সঙ্গে; অযুধ্যৎ—যুদ্ধ করেছিলেন; মিত্রঃ—মিত্র দেবতা; রাজন্—হে রাজন্; প্রহেতিনা—প্রহেতির সঙ্গে।

অনুবাদ

হে রাজন্, মহারাজ বলি ইন্দের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কার্ত্তিকেয় তারকাসুরের সঙ্গে, বরুণ হেতির সঙ্গে এবং মিত্র প্রহেতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৯

যমস্তু কালনাভেন বিশ্বকর্মা ময়েন বৈ ।

শম্বরো যুযুধে ত্বষ্ট্রা সবিত্রা তু বিরোচনঃ ॥ ২৯ ॥

যমঃ—যমরাজ; তু—বস্তুতপক্ষে; কালনাভেন—কালনাভের সঙ্গে; বিশ্বকর্মা—বিশ্বকর্মা; ময়েন—ময়ের সঙ্গে; বৈ—বস্তুতপক্ষে; শম্বরঃ—শম্বর; যুযুধে—যুদ্ধ করেছিলেন; ত্বষ্ট্রা—ত্বষ্ট্রার সঙ্গে; সবিত্রা—সূর্যদেবের সঙ্গে; তু—বস্তুতপক্ষে; বিরোচনঃ—বিরোচন নামক অসুর।

অনুবাদ

যমরাজ কালনাভের সঙ্গে, বিশ্বকর্মা ময়দানবের সঙ্গে, ত্বষ্ট্রা শম্বরের সঙ্গে এবং সূর্যদেব বিরোচনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩০-৩১

অপরাজিতেন নমুচিরশ্বিনৌ বৃষপর্বণা ।

সূর্যো বলিসুতৈর্দেবো বাণজ্যোষ্ঠৈঃ শতেন চ ॥ ৩০ ॥

রাহুণা চ তথা সোমঃ পুলোম্না যুযুধেহনিলঃ ।

নিশুন্তশুন্তয়োদেবী ভদ্রকালী তরশ্বিনী ॥ ৩১ ॥

অপরাজিতেন—অপরাজিতদেবের সঙ্গে; নমুচিঃ—অসুর নমুচি; অশ্বিনৌ—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; বৃষপর্বণা—বৃষপর্বা অসুরের সঙ্গে; সূর্যঃ—সূর্যদেব; বলি-সুতৈঃ—বলির পুত্রগণের সঙ্গে; দেবঃ—দেবতা; বাণ-জ্যোষ্ঠৈঃ—যাদের মধ্যে বাণ ছিল জ্যোষ্ঠ; শতেন—এক শত; চ—এবং; রাহুণা—রাহুর দ্বারা; চ—ও; তথা—ও; সোমঃ—চন্দ্রদেব; পুলোম্না—পুলোমা; যুযুধে—যুদ্ধ করেছিল; অনিলঃ—বায়ুর নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা; নিশুন্ত—নিশুন্ত দৈত্য; শুন্তয়োঃ—শুন্তের সঙ্গে; দেবী—দুর্গাদেবী; ভদ্রকালী—ভদ্রকালী; তরশ্বিনী—অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

অপরাজিতদেব নমুচির সঙ্গে, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৃষপর্বার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। সূর্যদেব বাণ আদি বলি মহারাজের একশ পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, এবং চন্দ্রদেব রাহুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। পবনদেব পুলোমার সঙ্গে, এবং মহাবলবতী ভদ্রকালীদেবী শুন্ত ও নিশুন্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩২-৩৪

বৃষাকপিস্ত জন্তেন মহিষেণ বিভাবসুঃ ।

ইব্বলঃ সহ বাতাপির্ব্রহ্মপুত্রৈররিন্দম ॥ ৩২ ॥

কামদেবেন দুর্মর্ষ উৎকলো মাতৃভিঃ সহ ।

বৃহস্পতিশ্চোশনসা নরকেণ শনৈশ্চরঃ ॥ ৩৩ ॥

মরুতো নিবাতকবচৈঃ কালৈর্য়ের্বসবোহমরাঃ ।

বিশ্বেদেবাস্তু পৌলোমৈ রুদ্রাঃ ক্রোধবশৈঃ সহ ॥ ৩৪ ॥

বৃষাকপিঃ—মহাদেব; তু—বস্তুতপক্ষে; জন্তেন—জন্তের সঙ্গে; মহিষেণ—মহিষাসুরের সঙ্গে; বিভাবসুঃ—অগ্নিদেব; ইব্বলঃ—ইলুল অসুরের সঙ্গে; সহ

বাতাপিঃ—তার ভ্রাতা বাতাপি সহ; ব্রহ্ম-পুত্রৈঃ—বসিষ্ঠ আদি ব্রহ্মার পুত্রদের সঙ্গে; অরিন্দম—হে শত্রুদমনকারী মহারাজ পরীক্ষিৎ; কামদেবেন—কামদেবের সঙ্গে; দুর্মর্ষঃ—দুর্মর্ষ; উৎকলঃ—উৎকল অসুর; মাতৃভিঃ সহ—মাতৃকা নামক দেবীদের সঙ্গে; বৃহস্পতিঃ—দেবগুরু বৃহস্পতি; চ—এবং; উশনসা—শুক্লাচার্যের সঙ্গে; নরকেণ—নরকাসুরের সঙ্গে; শনৈশ্চরঃ—শনিদেব; মরুতঃ—মরুতগণ; নিবাতকবচৈঃ—নিবাতকবচের সঙ্গে; কালৈয়েঃ—কালকেয়দের সঙ্গে; বসবঃ অমরাঃ—বসুগণ যুদ্ধ করেছিলেন; বিশ্বদেবাঃ—বিশ্বদেব দেবতাগণ; তু—বস্তুতপক্ষে; পৌলোমৈঃ—পৌলোমের সঙ্গে; রুদ্রাঃ—একাদশ রুদ্রগণ; ক্রোধবশৈঃ সহ—ক্রোধবশ অসুরদের সঙ্গে।

অনুবাদ

হে অরিন্দম মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহাদেব জন্তের সঙ্গে এবং বিভাবসু মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ভ্রাতা বাতাপি সহ ইন্ড্র ব্রহ্মার পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। দুর্মর্ষ কামদেবের সঙ্গে, উৎকল অসুর মাতৃকা দেবীদের সঙ্গে, বৃহস্পতি শুক্লাচার্যের সঙ্গে, এবং শনি নরকাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। মরুতেরা নিবাতকবচের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, বসুগণ কালকেয় নামক অসুরদের সঙ্গে, বিশ্বদেব দেবতাগণ পৌলোম অসুরদের সঙ্গে, এবং রুদ্রগণ ক্রোধবশ অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন।

শ্লোক ৩৫

ত এবমাজাবসুরাঃ সুরেন্দ্ৰা

দ্বন্দ্বেন সংহত্য চ যুধ্যমানাঃ ।

অন্যোন্যমাসাদ্য নিজঘুরোজসা

জিগীষবস্তীক্ষ্ণশরাসিতোমরৈঃ ॥ ৩৫ ॥

তে—তারা সকলে; এবম্—এইভাবে; আজৌ—যুদ্ধক্ষেত্রে; অসুরাঃ—অসুরগণ; সুরেন্দ্ৰাঃ—এবং দেবতাগণ; দ্বন্দ্বেন—দুজন দুজন করে; সংহত্য—পরস্পর মিলিত হয়ে; চ—এবং; যুধ্যমানাঃ—যুদ্ধ করার জন্য; অন্যোন্যম্—পরস্পরের; আসাদ্য—সমীপবর্তী হয়ে; নিজঘুঃ—অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করেছিলেন; ওজসা—অত্যন্ত বলপূর্বক; জিগীষবঃ—জয় করার বাসনায়; তীক্ষ্ণ—ধারাল; শর—বাণের দ্বারা; অসি—তরবারির দ্বারা; তোমরৈঃ—বল্লমের দ্বারা।

অনুবাদ

এই সমস্ত দেবতা এবং অসুরেরা যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়ে, অত্যন্ত বলপূর্বক পরস্পরকে আক্রমণ করেছিলেন। জয় লাভের আশায় তাঁরা সকলে পরস্পরকে তীক্ষ্ণ বাণ, খজ্জা এবং তোমরের দ্বারা প্রহার করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৬

ভুশুণ্ডিভিশ্চক্রগদষ্টিপট্টিশৈঃ

শক্ত্যল্মুকৈঃ প্রাসপরশ্বধৈরপি ।

নিস্ত্রিংশভল্লৈঃ পরিঘৈঃ সমুদগরৈঃ

সভিন্দিপালৈশ্চ শিরাংসি চিচ্ছিদুঃ ॥ ৩৬ ॥

ভুশুণ্ডিভিঃ—ভুশুণ্ডি নামক অস্ত্রের দ্বারা; চক্র—চক্রের দ্বারা; গদা—গদার দ্বারা; ঋষ্টি—ঋষ্টি নামক অস্ত্রের দ্বারা; পট্টিশৈঃ—পট্টিশ নামক অস্ত্রের দ্বারা; শক্তি—শক্তি নামক অস্ত্রের দ্বারা; উল্মুকৈঃ—উল্মুক নামক অস্ত্রের দ্বারা; প্রাস—প্রাস অস্ত্রের দ্বারা; পরশ্বধৈঃ—পরশ্বধ নামক অস্ত্রের দ্বারা; অপি—ও; নিস্ত্রিংশ—নিস্ত্রিংশের দ্বারা; ভল্লৈঃ—বল্লমের দ্বারা; পরিঘৈঃ—পরিঘের দ্বারা; স-মুদগরৈঃ—মুদগরের দ্বারা; স-ভিন্দিপালৈঃ—ভিন্দিপাল অস্ত্রের দ্বারা; চ—ও; শিরাংসি—মস্তক; চিচ্ছিদুঃ—ছিন্ন করেছিলেন।

অনুবাদ

তারা ভুশুণ্ডি, চক্র, গদা, ঋষ্টি, পট্টিশ, শক্তি, উল্মুক, প্রাস, পরশ্বধ, নিস্ত্রিংশ, বল্লম, পরিঘ, মুদগর এবং ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষের মস্তক ছিন্ন করতে লাগলেন।

শ্লোক ৩৭

গজাস্তুরঙ্গাঃ সরথাঃ পদাতয়ঃ

সারোহবাহা বিবিধা বিখণ্ডিতাঃ ।

নিকৃণ্ণবাহুরুশিরোধরাঙ্ঘ্রয়-

শিহ্নধ্বজেষাসতনুত্রভূষণাঃ ॥ ৩৭ ॥

গজাঃ—হস্তী; তুরঙ্গাঃ—অশ্ব; সরথাঃ—রথ সহ; পদাতয়ঃ—পদাতিক সৈন্য;
সারোহ-বাহাঃ—আরোহী সহ বাহন; বিবিধাঃ—বিবিধ প্রকার; বিখণ্ডিতাঃ—খণ্ড
খণ্ড করে কাটা হয়েছিল; নিকৃন্ত-বাহু—ছিন্ন হস্ত; উরু—উরু; শিরোধর—গলা;
অশ্রয়ঃ—পা; ছিন্ন—কাটা গিয়েছিল; ধ্বজ—পতাকা; ইম্বাস—ধনুক; তনুত্র—বর্ম;
ভূষণাঃ—অলঙ্কার।

অনুবাদ

হস্তী, অশ্ব, রথ, রথী, পদাতিক এবং অন্যান্য বাহন সহ তাঁদের আরোহীদের বাহু,
উরু, গলা, পা ছিন্ন হয়েছিল, এবং তাঁদের পতাকা, ধনুক, বর্ম এবং অলঙ্কার
খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছিল।

শ্লোক ৩৮

তেষাং পদাঘাতরথাস্ফূর্ণিতা-

দাযোধনাদুল্লগ উথিতস্তদা ।

রেণুর্দিশঃ খং দ্যুমনিং চ ছাদয়ন্

ন্যবর্ততাস্ক্ৰান্তিভিঃ পরিপ্লুতাং ॥ ৩৮ ॥

তেষাম্—সেই সমস্ত যোদ্ধাদের; পদাঘাত—অসুর এবং দেবতাদের পদপ্রহারে;
রথ-অঙ্গ—এবং রথের চাকার দ্বারা; স্ফূর্ণিতাং—স্ফূর্ণিত হয়েছিল; আযোধনাং—
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে; উল্লগঃ—অতি প্রচণ্ড; উথিতঃ—উত্থিত; তদা—তখন; রেণুঃ—
ধূলিকণা; দিশঃ—সর্বদিক; খম্—আকাশ; দ্যুমনিম্—সূর্য পর্যন্ত; চ—ও; ছাদয়ন্—
আচ্ছাদিত করে; ন্যবর্তত—হাওয়ায় ওড়া নিবৃত্ত হয়েছিল; অস্ক্—রক্তের;
স্রান্তিভিঃ—কণিকার দ্বারা; পরিপ্লুতাং—আপ্লুত হওয়ার ফলে।

অনুবাদ

দেবতা এবং অসুরদের পদাঘাতে এবং রথের চাকার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রচণ্ড
ধূলি আকাশে উত্থিত হয়ে সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত সর্বদিক আচ্ছাদিত করেছিল। কিন্তু
তার পরেই রক্তের ধারায় সিক্ত হয়ে সেই ধূলিজাল নিবৃত্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

সেই ধূলিজাল সমগ্র দিগ্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত করেছিল, কিন্তু রক্তকণিকা যখন ফোয়ারার
মতো সূর্যমণ্ডল পর্যন্ত সিক্ত হয়েছিল, তখন ধূলিকণা সিক্ত হওয়ার ফলে, আর

বায়ুমণ্ডলে উঠতে না পেরে মাটিতে পতিত হয়েছিল। এখানে দ্রষ্টব্য যে, যদিও বলা হয়েছে রক্তধারা সূর্যলোক পর্যন্ত পৌঁছেছিল, কিন্তু চন্দ্রলোক পর্যন্ত পৌঁছেছিল বলা হয়নি। অতএব, শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র যে বর্ণনা করা হয়েছে, সূর্যই হচ্ছে পৃথিবীর নিকটবর্তী গ্রহ, চন্দ্র নয়। আমরা সেই বিষয়ে ইতিপূর্বে বহু ক্ষেত্রেই আলোচনা করেছি। প্রথমে সূর্য, তারপর চন্দ্র, তারপর মঙ্গল, বৃহস্পতি ইত্যাদি। ভূপৃষ্ঠ থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯,৩০,০০,০০০ মাইল, এবং শ্রীমদ্ভাগবত থেকে জানা যায় যে, চন্দ্রের দূরত্ব সূর্য থেকেও ১৬,০০,০০০ মাইল উর্ধ্বে। অতএব পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৯,৫০,০০,০০০ মাইল। অতএব কোন অন্তরীক্ষয়ান যদি ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে গমন করে, তা হলে তা চার দিনে চন্দ্রে পৌঁছায় কি করে? সেই গতিবেগে ভ্রমণ করলে, চন্দ্রে পৌঁছতে অন্তত পক্ষে সাত মাস লাগবে। অতএব এই প্রকার অন্তরীক্ষয়ানের পক্ষে চার দিনে চন্দ্রে পৌঁছান অসম্ভব।

শ্লোক ৩৯

শিরোভিরুদ্ধতকিরীটকুণ্ডলৈঃ

সংরন্তদৃগ্ভিঃ পরিদষ্টদচ্ছদৈঃ ।

মহাভুজৈঃ সাভরনৈঃ সহায়ুধৈঃ

সা প্রাস্ততা ভূঃ করভোরুভিবভৌ ॥ ৩৯ ॥

শিরোভিঃ—মস্তকের দ্বারা; উদ্ধৃত—বিচ্ছিন্ন; কিরীট—মুকুট; কুণ্ডলৈঃ—এবং কর্ণকুণ্ডল; সংরন্তদৃগ্ভিঃ—(মস্তক দেহ থেকে ছিন্ন হওয়ার ফলেও) ক্রোধান্বিত দৃষ্টি; পরিদষ্ট—দন্তের দ্বারা দংশিত; দচ্ছদৈঃ—অধর; মহা-ভুজৈঃ—বিশাল বাহু সমন্বিত; স-আভরনৈঃ—অলঙ্কারের দ্বারা বিভূষিত; সহ-আয়ুধৈঃ—হস্ত বিচ্ছিন্ন হলেও তা অস্ত্র ধারণ করে রয়েছে; সা—সেই যুদ্ধক্ষেত্র; প্রাস্ততা—পরিব্যাপ্ত; ভূঃ—যুদ্ধক্ষেত্র; করভ-উরুভিঃ—হাতের গুঁড়ের মতো পা এবং উরু সমন্বিত; বভৌ—হয়েছিল।

অনুবাদ

সেই যুদ্ধক্ষেত্র তখন যোদ্ধাদের ছিন্ন মস্তকের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁদের মস্তক দেহ থেকে ছিন্ন হলেও তাঁদের নয়ন ক্রোধযুক্ত ছিল এবং ক্রোধে তাঁরা

তাঁদের অধর দংশন করেছিলেন। তাঁদের বিচ্ছিন্ন মস্তক থেকে কিরীট এবং কুণ্ডল সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। তেমনই, অলঙ্কারে ভূষিত এবং অস্ত্রধৃত বহু হস্ত, এবং হাতির গুঁড়ের মতো পা এবং উরু সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল।

শ্লোক ৪০

কবক্ষাস্তত্র চোৎপেতুঃ পতিতস্বশিরোহক্ষিভিঃ ।

উদ্যতায়ুধদোদর্দৈগুরাধাবন্তো ভটান্ মৃধে ॥ ৪০ ॥

কবক্ষাঃ—মস্তকবিহীন দেহ; তত্র—সেখানে (যুদ্ধক্ষেত্রে); চ—ও; উৎপেতুঃ—উৎপত্তি হয়েছিল; পতিত—নিপতিত; স্ব-শিরঃ-অক্ষিভিঃ—মস্তকস্থ চক্ষুর দ্বারা; উদ্যত—উত্তোলন করে; আয়ুধ—অস্ত্র; দোদর্দৈগুঃ—যাঁদের বাহু; আধাবন্তুঃ—প্রতি ধাবিত হয়েছিল; ভটান্—সৈন্যগণ; মৃধে—যুদ্ধক্ষেত্রে।

অনুবাদ

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বহু কবক্ষের (মস্তকরহিত দেহের) উৎপত্তি হয়েছিল, যারা তাদের নিপতিত মস্তকের চক্ষুর দ্বারা দেখতে পাচ্ছিল এবং হাতে অস্ত্র নিয়ে তারা শত্রুপক্ষের সৈন্যদের আক্রমণ করেছিল।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে মনে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত যোদ্ধাদের মৃত্যু হয়েছিল, তারা তৎক্ষণাৎ প্রেতাগ্নায় পরিণত হয়েছিল, এবং তাদের দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন হলেও, সেই মস্তকবিহীন দেহ ছিন্ন মস্তকের চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে শত্রু-সৈন্যদের আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। অর্থাৎ, বহু প্রেতাগ্নায় উৎপত্তি হয়ে সেই যুদ্ধে তারা যোগদান করেছিল, এবং তারা কবক্ষরূপে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিল।

শ্লোক ৪১

বলির্মহেন্দ্রং দশভিঃত্রিভিরৈরাবতং শরৈঃ ।

চতুর্ভিশ্চতুরো বাহানেকেনারোহমাচ্ছয়ৎ ॥ ৪১ ॥

বলিঃ—বলি মহারাজ; মহা-ইন্দ্রম্—দেবরাজ ইন্দ্র; দশভিঃ—দশটি; ত্রিভিঃ—তিনটি; ঐরাবতম্—ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত; শরৈঃ—বাণের দ্বারা; চতুর্ভিঃ—চারটি

বাণের দ্বারা; চতুরঃ—চারটি; বাহান্—অশ্বারোহী সৈনিক; একেন—একটির দ্বারা; আরোহন্—হস্তীচালক; আর্হয়ৎ—আক্রমণ করেছিলেন।

অনুবাদ

বলি মহারাজ তখন দশটি বাণের দ্বারা ইন্দ্রকে, তিনটি বাণের দ্বারা ঐরাবতকে, চারটি বাণের দ্বারা ঐরাবতের পাদরক্ষক চারজন অশ্বারোহীকে, এবং একটি বাণের দ্বারা হস্তীচালককে আক্রমণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বাহান্ শব্দটি হস্তীর পাদরক্ষক অশ্বারোহী সৈনিকদের সূচিত করে। রণনীতি অনুসারে সেনাপতির বাহন হস্তীর পাগুলিও রক্ষা করা হয়।

শ্লোক ৪২

স তানাপততঃ শক্রস্তাবত্তিঃ শীঘ্রবিক্রমঃ ।

চিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভল্লৈরসম্প্রাপ্তান্ হসন্নিব ॥ ৪২ ॥

সঃ—তিনি (ইন্দ্র); তান্—সেই বাণগুলি; আপততঃ—যখন তাঁর দিকে আসছিল; শক্রঃ—ইন্দ্র; তাবত্তিঃ—তৎক্ষণাৎ; শীঘ্র-বিক্রমঃ—অতি শীঘ্র নিবৃত্ত করতে অভ্যস্ত; চিচ্ছেদ—ছিন্ন করেছিলেন; নিশিতৈঃ—অত্যন্ত তীক্ষ্ণধার; ভল্লৈঃ—আর এক প্রকার বাণের দ্বারা; অসম্প্রাপ্তান্—লক্ষ্যভ্রষ্ট; হসন্ ইব—হাসতে হাসতে।

অনুবাদ

ধনুর্বিদ্যায় সুনিপুণ দেবরাজ ইন্দ্র হাসতে হাসতে ভল্ল নামক অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রের দ্বারা সেই বাণগুলি প্রতিহত করেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

তস্য কর্মোত্তমং বীক্ষ্য দুর্মর্ষঃ শক্তিমাদদে ।

তাং জ্বলন্তীং মহোজ্জ্বাভাং হস্তস্থামচ্ছিনদ্ধরিঃ ॥ ৪৩ ॥

তস্য—দেবরাজ ইন্দ্রের; কর্ম-উত্তমম্—অত্যন্ত সুনিপুণ সামরিক কৌশল; বীক্ষ্য—দর্শন করে; দুর্মর্ষঃ—অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে; শক্তিম্—শক্তি নামক অস্ত্র;

আদদে—গ্রহণ করেছিলেন; তাম্—সেই অস্ত্র; জ্বলন্তীম্—জ্বলন্ত অগ্নি; মহা-উল্কা-
আভাম্—মহা উল্কার মতো; হস্ত-স্থাম্—বলির হাতে থাকার সময়েই; অচ্ছিনৎ—
খণ্ড খণ্ড করেছিলেন; হরিঃ—ইন্দ্র।

অনুবাদ

ইন্দ্রের অতি সুনিপুণ সামরিক কার্য দর্শন করে, বলি মহারাজ তাঁর ক্রোধ
সংবরণ করতে পারেননি। তাই তিনি তখন শক্তি নামক উল্কার মতো এক জ্বলন্ত
অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বলির হাতে থাকতে থাকতেই ইন্দ্র সেই অস্ত্র
খণ্ড খণ্ড করেছিলেন।

শ্লোক ৪৪

ততঃ শূলং ততঃ প্রাসং ততস্তোমরমৃষ্টয়ঃ ।

যদ্ যচ্ছস্ত্রং সমাদদ্যাৎ সর্বং তদচ্ছিনদ্বিভুঃ ॥ ৪৪ ॥

ততঃ—তারপর; শূলম্—শূল; ততঃ—তারপর; প্রাসম্—প্রাস; ততঃ—তারপর;
তোমরম্—তোমর অস্ত্র; ঋষ্টয়ঃ—ঋষ্টি অস্ত্র; যৎ যৎ—যা কিছু; শস্ত্রম্—অস্ত্র;
সমাদদ্যাৎ—বলি মহারাজ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন; সর্বম্—সেই সবই;
তৎ—সেই সমস্ত অস্ত্র; অচ্ছিনৎ—খণ্ড খণ্ড করেছিলেন; বিভুঃ—মহান ইন্দ্র।

অনুবাদ

তারপর, বলি মহারাজ একের পর এক শূল, প্রাস, তোমর, ঋষ্টি প্রভৃতি যে যে
অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেগুলি খণ্ড খণ্ড করেছিলেন।

শ্লোক ৪৫

সসর্জাথাসুরীং মায়ামন্তর্ধানগতোহসুরঃ ।

ততঃ প্রাদুরভূচ্ছৈলঃ সুরানীকোপরি প্রভো ॥ ৪৫ ॥

সসর্জ—সৃষ্টি করেছিলেন; অথ—এখন; আসুরীম্—আসুরিক; মায়াম্—মায়া;
অন্তর্ধান—দৃষ্টির অগোচর; গতঃ—গিয়ে; অসুরঃ—বলি মহারাজ; ততঃ—তারপর;
প্রাদুরভূৎ—সেখানে আবির্ভূত হয়েছিল; শৈলঃ—বিশাল পর্বত; সুর-অনীক-উপরি—
দেবসৈন্যদের মাথার উপর; প্রভো—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে রাজন্, বলি মহারাজ তখন অন্তর্হিত হয়ে আসুরী মায়া সৃষ্টি করেছিলেন। সেই মায়ার প্রভাবে তখন দেবসৈনিকদের মাথার উপর এক বিশাল পর্বত আবির্ভূত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৬

ততো নিপেতুস্তরবো দহ্যমানা দবাগ্নিনা ।

শিলাঃ সটঙ্কশিখরাশ্চূর্ণয়ন্ত্যো দ্বিষদ্বলম্ ॥ ৪৬ ॥

ততঃ—সেই বিশাল পর্বত থেকে; নিপেতুঃ—পতিত হতে লাগল; তরবঃ—বিশাল বৃক্ষ; দহ্যমানাঃ—আগুনে জ্বলতে জ্বলতে; দব-অগ্নিনা—দাবাগ্নির দ্বারা; শিলাঃ—এবং পাথর; সটঙ্ক-শিখরাঃ—পাষাণ বিদারক অস্ত্রের মতো তীক্ষ্ণাগ্র; চূর্ণয়ন্ত্যঃ—চূর্ণ করতে করতে; দ্বিষৎ-বলম্—শত্রুর বল।

অনুবাদ

সেই পর্বত থেকে দাবানলে দগ্ধ বিশাল বৃক্ষসমূহ, পাষাণ বিদারক অস্ত্রের মতো তীক্ষ্ণাগ্র পাথরের খণ্ডসমূহ দেবসৈনিকদের উপর পতিত হয়ে তাঁদের মস্তক চূর্ণ করতে লাগল।

শ্লোক ৪৭

মহোরগাঃ সমুৎপেতুর্দন্দশূকাঃ সবৃশ্চিকাঃ ।

সিংহব্যাঘ্রবরাহাশ্চ মর্দয়ন্তো মহাগজাঃ ॥ ৪৭ ॥

মহা-উরগাঃ—বিশাল সর্প; সমুৎপেতুঃ—তাঁদের উপর পতিত হয়েছিল; দন্দশূকাঃ—অন্যান্য বিষাক্ত প্রাণী এবং কীটপতঙ্গ; সবৃশ্চিকাঃ—বৃশ্চিক সহ; সিংহ—সিংহ; ব্যাঘ্র—বাঘ; বরাহাঃ চ—এবং বন্য শূকর; মর্দয়ন্তঃ—মর্দন করে; মহা-গজাঃ—বিশাল হস্তীসমূহ।

অনুবাদ

বৃশ্চিক, বিশাল সর্প এবং অন্যান্য বহু বিষাক্ত জন্তু, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ এবং বিশাল হস্তীসমূহ দেবসৈন্যদের উপর পতিত হয়ে সব কিছু চূর্ণবিচূর্ণ করতে লাগল।

শ্লোক ৪৮

যাতুধান্যশ্চ শতশঃ শূলহস্তা বিবাসসঃ ।

ছিন্ধি ভিক্ষীতি বাদিন্যস্তথা রক্ষোগণাঃ প্রভো ॥ ৪৮ ॥

যাতুধান্যঃ—রাক্ষসী; চ—এবং; শতশঃ—শত শত; শূল-হস্তাঃ—শূলধারিণী; বিবাসসঃ—সম্পূর্ণরূপে নগ্ন; ছিন্ধি—ছেদন কর; ভিক্ষি—বিদ্ধ কর; ইতি—এইভাবে; বাদিন্যঃ—বলতে বলতে; তথা—সেইভাবে; রক্ষঃ-গণাঃ—রাক্ষসগণ; প্রভোঃ—হে রাজন্।

অনুবাদ

শত শত বিবসনা রাক্ষসী এবং রাক্ষসেরা শূলহস্তে সেখানে আবির্ভূত হয়ে চিৎকার করতে লাগল, “ছেদন কর! বিদ্ধ কর!”

শ্লোক ৪৯

ততো মহাঘনা ব্যোম্নি গন্তীরপরুষস্বনাঃ ।

অঙ্গারান্ মুমুচুর্বাতৈরাহতাঃ স্তনয়িত্ত্ববঃ ॥ ৪৯ ॥

ততঃ—তারপর; মহা-ঘনাঃ—বিশাল মেঘ; ব্যোম্নি—আকাশে; গন্তীর-পরুষ-স্বনাঃ—অত্যন্ত গন্তীর গর্জন করতে করতে; অঙ্গারান্—অঙ্গার; মুমুচুঃ—বর্ষণ করতে লাগল; বাতৈঃ—প্রবল বায়ুর দ্বারা; আহতাঃ—তাড়িত হয়ে; স্তনয়িত্ত্ববঃ—বজ্রের মতো শব্দ সহকারে।

অনুবাদ

তখন আকাশে প্রবল বায়ু তাড়িত হয়ে ভয়ঙ্কর মেঘ আবির্ভূত হয়েছিল। বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর শব্দ করতে করতে সেই মেঘ থেকে অঙ্গার বর্ষিত হতে লাগল।

শ্লোক ৫০

সৃষ্টো দৈত্যেন সুমহান্ বহ্নিঃ শ্বসনসারথিঃ ।

সাংবর্তক ইবাত্যুগ্রো বিবুধধ্বজিনীমধাক্ ॥ ৫০ ॥

সৃষ্টঃ—সৃষ্ট; দৈত্যেন—দৈত্য (বলি মহারাজ) দ্বারা; সু-মহান্—অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক; বহ্নিঃ—অগ্নি; শ্বসন-সারথিঃ—প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে; সাংবর্তকঃ—সাংবর্তক

নামক প্রলয়কালীন অগ্নি; ইব—সদৃশ; অতি—অত্যন্ত; উগ্রঃ—প্রচণ্ড; বিবুধ—দেবতাদের; ধ্বজিনীম্—সৈনিক; অধাক্—ভস্মীভূত করেছিল।

অনুবাদ

বলি মহারাজের সৃষ্ট এক মহা সংহারক অগ্নি দেবতাদের সৈন্যদের দগ্ধ করতে লাগল। অতি প্রচণ্ড বায়ু সহ সেই অগ্নি সাংবর্তক নামক প্রলয়কালীন অগ্নির মতো ভয়ঙ্কর ছিল।

শ্লোক ৫১

ততঃ সমুদ্র উদ্বেলঃ সর্বতঃ প্রত্যদৃশ্যত ।

প্রচণ্ডবাতৈরুদ্ধততরঙ্গাবর্তভীষণঃ ॥ ৫১ ॥

ততঃ—তারপর; সমুদ্রঃ—সমুদ্র; উদ্বেলঃ—উদ্বেল হয়ে; সর্বতঃ—সর্বত্র; প্রত্যদৃশ্যত—সকলের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হয়েছিল; প্রচণ্ড—ভয়ঙ্কর; বাতৈঃ—বায়ুর দ্বারা; উদ্ধত—বিস্ক্রুব; তরঙ্গ—তরঙ্গের; আবর্ত—আবর্ত; ভীষণঃ—ভয়ঙ্কর।

অনুবাদ

তারপর সর্বদিকে প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা উত্তীর্ণ সমুদ্রের তরঙ্গ এবং আবর্ত দৃষ্ট হয়েছিল।

শ্লোক ৫২

এবং দৈত্যৈর্মহামায়ৈরলক্ষ্যগতিভীরণে ।

সৃজ্যমানাসু মায়াসু বিষেদুঃ সুরসৈনিকাঃ ॥ ৫২ ॥

এবম্—এইভাবে; দৈত্যৈঃ—দৈত্যদের দ্বারা; মহা-মায়ৈঃ—মহামায়াবী; অলক্ষ্য-গতিভিঃ—কিন্তু অদৃশ্য; রণে—যুদ্ধে; সৃজ্যমানাসু মায়াসু—এই প্রকার মায়া সৃষ্টি করার ফলে; বিষেদুঃ—বিষণ্ন হয়েছিলেন; সুর-সৈনিকাঃ—দেবসৈনিকেরা।

অনুবাদ

যুদ্ধে যখন মহা মায়াবী দানবেরা এইভাবে অদৃশ্য থেকে বিবিধ মায়া সৃষ্টি করতে লাগল, তখন দেবসৈনিকেরা বিষণ্ন হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৩

ন তৎপ্রতিবিধিং যত্র বিদুরিন্দ্রাদয়ো নৃপ ।

ধ্যাতঃ প্রাদুরভূৎ তত্র ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ॥ ৫৩ ॥

ন—না; তৎপ্রতিবিধি—এই প্রকার মায়ার প্রতিকার; যত্র—যেখানে; বিদুঃ—বুঝতে পেরেছিলেন; ইন্দ্র-আদয়ঃ—ইন্দ্র আদি দেবতাগণ; নৃপ—হে রাজন্; ধ্যাতঃ—ধ্যানে স্মরণ করা হলে; প্রাদুরভূৎ—আবির্ভূত হয়েছিলেন; তত্র—সেখানে; ভগবান্—ভগবান; বিশ্ব-ভাবনঃ—জগতের স্রষ্টা।

অনুবাদ

হে রাজন্, দেবতারা যখন অসুরদের সেই মায়ার প্রতিকারের কোন উপায় দেখতে পেলেন না, তখন তাঁরা সর্বান্তঃকরণে ভগবানের ধ্যান করেছিলেন, এবং বিশ্বভাবন ভগবান সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৪

ততঃ সুপর্ণাংসকৃতাঙ্ঘ্রিপল্লবঃ

পিশঙ্গবাসা নবকঞ্জলোচনঃ ।

অদৃশ্যাতাষ্টায়ুধবাহুরুল্লস-

চ্ছ্রীকৌস্তভানর্ঘ্যকিরীটকুণ্ডলঃ ॥ ৫৪ ॥

ততঃ—তারপর; সুপর্ণ-অংস-কৃত-অঙ্ঘ্রি-পল্লবঃ—গরুড়ের স্কন্ধদ্বয়ে যাঁর পাদপদ্ম বিন্যস্ত, সেই ভগবান; পিশঙ্গ-বাসাঃ—পীতবসন; নব-কঞ্জ-লোচনঃ—যাঁর নয়ন নব প্রস্ফুটিত কমলদলের মতো; অদৃশ্যত—(দেবতাদের সমক্ষে) দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন; অষ্ট-আয়ুধ—অষ্ট প্রকার অস্ত্র সমন্বিত; বাহুঃ—বাহু; উল্লসৎ—শোভিত; শ্রী—লক্ষ্মীদেবী; কৌস্তভ—কৌস্তভ মণি; অনর্ঘ্য—অমূল্য; কিরীট—মুকুট; কুণ্ডলঃ—কুণ্ডল।

অনুবাদ

গরুড়ের স্কন্ধদ্বয়ে পাদপদ্মযুগল বিন্যস্ত করে পীতবসন, নব বিকশিত পদ্মপলাশ লোচন ভগবান তাঁর আট হাতে আটটি অস্ত্র ধারণ করে শ্রী, কৌস্তভ, মহামূল্যবান কিরীট ও মনোহর কুণ্ডলে শোভিত হয়ে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৫

তস্মিন্ প্রবিষ্টেহসুরকূটকর্মজা

মায়া বিনেশুমহিনা মহীয়সঃ ।

স্বপ্নো যথা হি প্রতিবোধ আগতে

হরিস্মৃতিঃ সর্ববিপদ্বিমোক্ষণম্ ॥ ৫৫ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টে—ভগবান প্রবেশ করলে; অসুর—অসুরদের; কূট-কর্ম-জা—কূটকর্মজনিত; মায়া—মায়া; বিনেশুঃ—তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়েছিল; মহিনা—শ্রেষ্ঠ শক্তির দ্বারা; মহীয়সঃ—শ্রেষ্ঠতম থেকে শ্রেষ্ঠতর ভগবানের; স্বপ্নঃ—স্বপ্ন; যথা—যেমন; হি—বস্তুতপক্ষে; প্রতিবোধে—জাগ্রত অবস্থা; আগতে—আগত; হরি-স্মৃতিঃ—ভগবৎ স্মৃতি; সর্ব-বিপৎ—সমস্ত বিপদ থেকে; বিমোক্ষণম্—তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়।

অনুবাদ

জাগ্রত হলে যেমন দুঃস্বপ্ন দূর হয়ে যায়, তেমনই যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান প্রবেশ করা মাত্রই তাঁর অপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে অসুরদের কূটকর্মজনিত মায়া বিলীন হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতপক্ষে, ভগবানকে স্মরণ করার ফলেই সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৫৬

দৃষ্ট্বা মৃধে গরুড়বাহমিভারিবাহ

আবিধ্য শূলমহিনোদথ কালনেমিঃ ।

তল্লীলয়া গরুড়মূর্ধ্নি পতদ্ গৃহীত্বা

তেনাননুপ সবাহমরিং ত্র্যধীশঃ ॥ ৫৬ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; মৃধে—যুদ্ধক্ষেত্রে; গরুড়-বাহম্—গরুড়বাহন ভগবান; ইভারি-বাহঃ—সিংহবাহন অসুর; আবিধ্য—ঘূর্ণন করে; শূলম্—শূল; অহিনোৎ—তার প্রতি নিক্ষেপ করেছিল; অথ—এইভাবে; কালনেমিঃ—কালনেমি অসুর; তৎ—ভগবানের প্রতি অসুরের সেই আক্রমণ; লীলয়া—অবলীলাক্রমে; গরুড়-মূর্ধ্নি—তাঁর বাহন গরুড়ের মস্তকে; পতৎ—পতনোন্মুখ; গৃহীত্বা—অনায়াসে তা গ্রহণ করে;

তেন—এবং সেই অস্ত্রের দ্বারা; অহনৎ—হত্যা করেছিলেন; নৃপ—হে রাজন; স-বাহম্—তঁার বাহন সহ; অরিম্—শত্রুকে; ত্রি-অধীশঃ—ত্রিলোকের অধীশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে রাজন, সিংহবাহন কালনেমি গরুড়বাহন ভগবানকে যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শনপূর্বক তার শূল ঘূর্ণন করে গরুড়ের মস্তকের প্রতি তা নিক্ষেপ করেছিল। ত্রিলোকেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সেই শূল অবলীলাক্রমে গ্রহণ করে, সেই অস্ত্রের দ্বারাই কালনেমিকে তার বাহন সিংহ সহ সংহার করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

কালনেম্যাদয়ঃ সৰ্বে হরিণা নিহতাপি ।

শুক্রেণোজ্জীবিতাঃ সন্তঃ পুনস্তেনৈব পাতিতাঃ ॥

“কালনেমি এবং অন্য অসুরেরা ভগবান শ্রীহরি কর্তৃক নিহত হয়েছিল, এবং তাদের গুরু শুক্রাচার্য যখন তাদের পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, তখন ভগবান আবার তাদের সংহার করেছিলেন।”

শ্লোক ৫৭

মালী সুমাল্যতিবলৌ যুধি পেততুঃ-

চক্রোণ কৃতশিরসাবথ মাল্যবাংস্তম্ ।

আহত্য তিগ্মগদয়াহনদণ্ডজেন্দ্রং

তাবচ্ছিরোহচ্ছিনদরেন্দতোহরিণাদ্যঃ ॥ ৫৭ ॥

মালী সুমালী—মালী এবং সুমালী নামক দুই অসুর; অতি-বলৌ—অত্যন্ত বলবান; যুধি—যুদ্ধক্ষেত্রে; পেততুঃ—পতিত হয়েছিল; যৎ-চক্রোণ—যাঁর চক্রের দ্বারা; কৃত-শিরসৌ—তাদের মস্তক ছিন্ন হয়েছিল; অথ—তারপর; মাল্যবান্—মাল্যবান; তম্—ভগবানকে; আহত্য—আক্রমণ করে; তিগ্ম-গদয়া—অতি তীক্ষ্ণ গদার দ্বারা; অহনৎ—আক্রমণ করার বা হত্যা করার চেষ্টা করেছিল; অণ্ড-জ-ইন্দ্রম্—অণ্ডজ

পক্ষীদের রাজা গরুড়; তাবৎ—তখন; শিরঃ—মস্তক; অচ্ছিনৎ—ছেদন করেছিলেন;
 অরেঃ—শত্রু; নদতঃ—সিংহের মতো গর্জন করে; অরিণা—চক্রের দ্বারা;
 আদ্যঃ—আদি পুরুষ ভগবান।

অনুবাদ

তারপর ভগবান তাঁর চক্রের দ্বারা মালী এবং সুমালী নামক দুই অতি বলবান
 অসুরদের মস্তক ছিন্ন করে সংহার করেছিলেন। তারপর মাল্যবান নামক আর
 একটি অসুর ভগবানকে আক্রমণ করেছিল। তার অতি তীক্ষ্ণ গদা নিয়ে
 সিংহের মতো গর্জন করতে করতে সেই অসুরটি পক্ষীরাজ গরুড়কে আক্রমণ
 করেছিল। কিন্তু আদি পুরুষ ভগবান তাঁর চক্রের দ্বারা সেই শত্রুটিরও মস্তক
 ছিন্ন করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ‘দেবতা ও দানবদের যুদ্ধ’ নামক দশম
 অধ্যায়ের ভক্তিবৈদান্ত তাৎপর্য।